# জামায়াতে ইসলামী
# উত্থান বিপর্যয় পুনরুত্থান

মহিউদ্দিন আহমদ

অনন্যা



সূচি


| | |
|---|---|
| ভূমিকা | ০৯ |
| জামায়াতে ইসলামীর জন্ম | ১৩ |
| পূর্ব পাকিস্তানে জামায়াত | ২৭ |
| পাঞ্জাবে দাঙ্গা | ৩৩ |
| গণপরিষদে লবি | ৪১ |
| সামরিক শাসন | ৪৮ |
| আইয়ুববিরোধী আন্দোলন | ৬২ |
| মালেক হত্যা | ৮০ |
| সত্তরের নির্বাচন | ৮৬ |
| একাত্তর | ৯৫ |
| পুনরুজ্জীবন | ১৪৪ |
| শেখ মুজিবের শাসনকাল | ১৮০ |
| কেয়ারটেকার সরকারের প্রস্তাব | ১৯০ |
| এরশাদবিরোধী আন্দোলন | ২০০ |
| নির্বাচন ১৯৯১ | ২১৬ |
| গোলাম আযমের নাগরিকত্ব | ২৩২ |
| শক্ত অবস্থান | ২৫৭ |
| নির্বাচন ১৯৯৬ | ২৬৯ |
| চারদলীয় জোট | ২৭৮ |
| এক-এগারো | ২৯২ |
| সংস্কার নিয়ে আলোচনা | ২৯৭ |
| যুদ্ধাপরাধের বিচার | ৩০৯ |
| টিকে থাকার লড়াই | ৩৫২ |
| উপসংহার | ৩৬৫ |
| গ্রন্থপঞ্জি | ৩৬৭ |

# ভূমিকা

আমাদের ব্যক্তি ও সমাজজীবনের সঙ্গে রাজনীতি যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। ঔপনিবেশিক আমল থেকেই এই লিগ্যাসি।

এক সময় ঔপনিবেশিক শাসনবিরোধী আন্দোলনের অনুষঙ্গ হিসেবে এ অঞ্চলে রাজনৈতিক দলের জন্ম। দেশ স্বাধীন হলেও রাজনীতি থেমে নেই। দেশ কীভাবে চলবে, এ নিয়েই নানান মত, নানান পথ, নানান রাজনীতি।

এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সরকারের কর্তৃত্ব পাওয়ার ইচ্ছা, রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্য। এখানে তুমুল প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা কখনোসখনো বৈরী সম্পর্কের জন্ম দেয়, সংঘর্ষ বাঁধে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়। মানুষ মরে।

একটি সমাজ বা ভূখণ্ডকে দেখার, বোঝার নানান মাধ্যম আছে। আছে বিভিন্ন উপকরণ। রাজনৈতিক দলগুলো এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। একেকটি রাজনৈতিক দল একেকটি জানালা, যা দিয়ে নির্দিষ্ট একটি ভূখণ্ডের নির্দিষ্ট একটি সময়কে দেখা যায়।

আমি এক দশক ধরে রাজনৈতিক দলগুলোর খোঁজখবর নিচ্ছি, সুরতহাল করছি। উদ্দেশ্য একটাই–দলটিকে জানালা হিসেবে ব্যবহার করে বিশেষ একটা সময়কে দেখা, ব্যাখ্যা করা। ইতিমধ্যে আমি বেশ কয়েকটি দলের তত্ত্ব তালাশ করেছি–আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাসদ, সর্বহারা পার্টি।

আমার এবারের জানালা হলো জামায়াতে ইসলামী। এদেশে এখন যে কয়টি রাজনৈতিক দল সক্রিয়, বয়সের হিসাবে জামায়াত সামনের কাতারে। পুরনো দল কমিউনিস্ট পার্টি ও মুসলিম লীগ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেছে। এদের মধ্যে কত ফেরকা তা গুনে বলা যাবে না। সেক্ষেত্রে বলা যায়, বর্তমানে সবচেয়ে পুরনো ও সক্রিয় রাজনৈতিক দল হলো জামায়াতে ইসলামী। সে হিসেবে দলটি আলোচনার যোগ্য।

এদেশে প্রথমবারের মতো সাধারণ নির্বাচন হয়েছিল ১৯৭০ সালে। তখন পাকিস্তান ছিল অখণ্ড। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ সবচেয়ে বেশি ভোটে একচেটিয়া জয় পায়। ভোটের ব্যবধান অনেক হলেও জামায়াতে ইসলামী ছিল দুই নম্বরে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাজনীতির ময়দানে আরও খেলোয়াড়ের আগমন হয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জাসদ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি।



জাসদ এখন মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির মতোই ছিন্নভিন্ন। জাতীয় পার্টি হয়েছে গৃহপালিত বিরোধী দল। এর আলাদা কোনো রাজনীতি নেই। সে হিসেবে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির বাইরে জামায়াতকে তৃতীয় শক্তি বিবেচনা করা যায়।

জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে অনেক দলের দৃষ্টিভঙ্গি বেশ নেতিবাচক। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের উত্থান পর্বে দলটি জন-আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে অবস্থান নিয়েছিল। ওই সময় এদেশে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী লুটপাট, নির্যাতন, ধর্ষণ ও গণহত্যা চালায়। সামরিক বাহিনীর সহযোগী হয়েছিল এদেশের সিভিল প্রশাসনের একটা বড় অংশ এবং কয়েকটি রাজনৈতিক দল—মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম পার্টি, পিডিপি, জামায়াতে ইসলামী। স্বাধীনতাবিরোধী এই দলগুলো ১৯৭২ সালে নিষিদ্ধ হয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশে ঘটে যায় রক্তাক্ত পালাবদল। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পুনরুজ্জীবন ঘটে। এর ধারাবাহিকতায় জামায়াতে ইসলামী আবারও সক্রিয় হয়। ১৯৮৬ সালে দলীয় প্রতীকে নির্বাচন করে জামায়াতে লোকেরা জাতীয় সংসদের সদস্য হন। ফলে জামায়াত রাজনৈতিক বৈধতা পেয়ে যায়।

জামায়াত সম্বন্ধে যে কয়েকটি ধারণা বা বয়ান প্রচলিত আছে, সেগুলো হলো–এ দলটি মৌলবাদী, নারী বিদ্বেষী, উদারনৈতিক চিন্তাভাবনার ঘোর বিরোধী এবং ফ্যাসিস্ট। অবশ্য এ ধরনের তকমা প্রায় সব দলের কপালেই জোটে অল্পবিস্তর।

প্রশ্ন হলো, জামায়াতে ইসলামীকে কীভাবে দেখব, কীভাবে ব্যাখ্যা করব? জামায়াতকে নিয়ে আওয়ামী লীগের একটা ভাষ্য ও প্রচার আছে। বিএনপিরও আছে একটি ভাষ্য। সহজভাবে বলা যায়, আওয়ামী লীগের সঙ্গে জামায়াতের দ্বন্দ্ব বৈরী, বিএনপির সঙ্গে দ্বন্দ্ব অবৈরী। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগের সঙ্গে বিএনপির বৈরী সম্পর্ক। এই আন্তঃসম্পর্ক বিএনপি ও জামায়াতকে এক মঞ্চে এনেছে, রাজনীতির মাঠে তৈরি হয়েছে নতুন সমীকরণ।

একটি রাজনৈতিক দলকে সেই দলের লোকেরা যে চোখে দেখেন, ভিন্ন বা প্রতিপক্ষ দলের লোকেরা সেভাবে দেখেন না। এখানে রাজনীতি কাজ করে। সেখানে নানান হিসাবনিকাশ। এক দলের লোকেরা নিজ দলকে মনে করেন অভ্রান্ত, অন্যান্য দলকে মনে করেন ভ্রান্ত বা বিভ্রান্ত। সব দলের মধ্যেই এই মনস্তত্ত্ব কাজ করে।

আমি যখন জামায়াতে ইসলামীকে নিয়ে লিখতে বসেছি, আমার মনে প্রথম যে প্রশ্নটি জেগেছে তা হলো, জামায়াতকে কোন চোখে দেখব। জামায়াতের চোখ দিয়ে, নাকি অন্য কোনো দলের চোখ দিয়ে। অন্য কোনো দলের চশমা পরে

একটি দলকে দেখতে গেলে জামায়াতকে ঠিক বোঝা যাবে না। আবার জামায়াতের নেতাদের সাহিত্য বা ভাষ্য পড়েও জামায়াতকে ভালোভাবে চেনা যাবে না। কারণ এখানে নানারকম পক্ষপাত, অতিরঞ্জন, ভালোবাসা, ঘৃণা, শুচিবাই ইত্যাদি কাজ করে। এখানে নিরপেক্ষ বা নির্মোহ হওয়া কঠিন। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে একটি দলকে উপস্থাপন করার জটিল কাজটি করতে হচ্ছে আমাকে।

রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে এদেশে গবেষণা হয় খুব কম। দলের লেখায় থাকে অতিরঞ্জন কিংবা গালাগালি। তারপরও নির্ভর করতে হয় এসবের ওপর। খুব সাবধানে তথ্য বাছাই করতে হয়। এটা খুবই পরিশ্রমের এবং সময়সাপেক্ষ কাজ। প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য ছাড়া এরকম একটা কাজ ব্যক্তিগত পর্যায়ে করা কঠিন। আমাকে কাজ করতে হয়েছে অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে।

জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা পাওয়া যায় এই দলের নেতাদের লেখাজোখা থেকে। দলটির প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদূদী একজন সুলেখক। অধ্যাপক গোলাম আযম জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের শীর্ষ পদে ছিলেন একটানা ২২ বছর। নয় খণ্ডে তাঁর স্মৃতিকথা পাওয়া যায়। এছাড়া জামায়াতের অন্য নেতারাও কিছু লিখেছেন। এসব লেখায় জামায়াতের ইতিহাস উঠে এসেছে বিস্তারিতভাবে।

তবে তাঁরা যে সব সত্য উল্লেখ করেছেন, তা নয়। তাঁদের লেখায় নিজেদের ব্যাপারে যেমন পক্ষপাত আছে, অনেক তথ্য লুকানোরও চেষ্টা আছে। এটাই স্বাভাবিক। আমরা মেক-আপ করা মুখ নিয়ে চলতে ফিরতে চাই, গায়ে ঘা থাকলে সেটা লুকাই।

লেখার সময় আমাকে নিয়েও আমি ভেবেছি। আমি কে? আমি এক সময় ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। আমি ছিলাম জামায়াতের ঘোর বিরোধী। ১৯৭১ সালে আমি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধে সরাসরি অংশ নিয়েছি। আমার স্বজনরা আক্রান্ত হয়ে দেশ ছেড়েছে, ভারতে শরণার্থীর জীবন কাটিয়েছে কয়েক মাস। এই যুদ্ধ কেড়ে নিয়েছে আমার বাবাকে। তাঁর সঙ্গে শেষ দেখাও হয়নি। সম্ভব ছিল না। কারণ তখন যুদ্ধ চলছে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, আমি জামায়াতকে শত্রু জ্ঞান করব, তাকে দেখব ক্ষোভ ও ঘৃণার চোখে। এটি করতে গেলে একটি আবেগতাড়িত কাজ কিংবা উপন্যাস হবে, ইতিহাস হবে না। ইতিহাসচর্চার সময় আমি আমার ক্ষোভ, যন্ত্রণা ও ঘৃণা একপাশে সরিয়ে রেখে যা ঘটেছে তার ওপরই দৃষ্টি দেব।

এখানে দু'রকমের বিপদ আছে। কেউ মনে করতে পারেন আমি জামায়াতবিরোধী মন নিয়ে লিখেছি। আবার কেউ এমনও ভাবতে পারেন যে,



আমি জামায়াতের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছি। আমার অভিজ্ঞতা ভালো নয়। আমি আগে যে দলগুলোকে নিয়ে লিখেছি, তাঁরা অনেকেই আমার লেখা সহজভাবে নেননি। তাঁরা আমার কাছে নিরপেক্ষতা আশা করেন, কিন্তু সেই আশা উৎসারিত হয় তাঁদের দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

আমার কাজ হলো ঘেঁটেঘুঁটে যত বেশি সম্ভব তথ্য জোগাড় করে সেগুলো সাজানো এবং তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা। সোজা কথায়, 'কোনোরূপ অনুরাগ-বিরাগের বশবর্তী না হয়ে' আমাকে জামায়াতে ইসলামীকে নিয়ে একটি আখ্যান তৈরি করতে হবে। আমি সে চেষ্টাই করেছি।

ইতিহাসচর্চায় আমার একটি বিশেষ অবলম্বন হলো কোনো বিষয় বা ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত লোকদের সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকারে যে সবাই সবটা বলেন, কিংবা যা বলেন তা সত্যি বলেন, এমনটি নয়। সেখানেও থাকে পক্ষপাত, অতিরঞ্জন, অন্যের গিবত এবং তথ্য লুকানো। তারপরও যা পাওয়া যায়, তার মূল্যও অনেক।

জামায়াতের ক্ষেত্রে আমি এই সুবিধা পাইনি। এর শীর্ষ নেতারা প্রায় সবাই ফাঁসির দড়িতে কিংবা জেল হাসপাতালে মারা গেছেন। অন্যরা গ্রেপ্তার এড়াতে আছেন দৌড়ের ওপর। যথাযথ সূত্র বের করে কোনো জামায়াত নেতার সঙ্গে দেখা করে যে সাক্ষাৎকার নেব এমন সুযোগ পাইনি। ঘাটতি একটা রয়েই গেল।

বইটি লিখতে গিয়ে অনেকের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি। আহমদ তাবশীর চৌধুরী ও তাপস কুমার পালের কাছ থেকে পেয়েছি গুরুত্বপূর্ণ কিছু ডকুমেন্ট। প্রকাশকের সঙ্গে যোগাযোগের কাজটি করেছেন প্রীতম আদনান। বইটি প্রকাশে আগ্রহ দেখিয়েছেন অনন্যার কান্ডারি মনিরুল হক। প্রকাশনা সংস্থাটি পুরনো হলেও আমার জন্য নতুন। আমি তাঁদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ।

**মহিউদ্দিন আহমদ**
mohi2005@gmail.com